যুগান্তর

তারিখ 14 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের অভিযোগ

এমপিওভুক্তির তালিকা তৈরিতে ৬০ কোটি টাকার চাঁদাবাজি!

যুগান্তর রিপোর্ট

এমপিওভুক্তির তালিকা প্রণয়নকালে ৬০ কোটি টাকা চাঁদাবাজি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। জোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করে বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী নিজেকে সৎ দাবি করলেও তার আশপাশে যারা রয়েছেন তারা অসৎ এবং তারাই এই চাঁদাবাজি করেছেন। এর সঙ্গে সরকারি দলের কিছু মন্ত্রী-এমপি জড়িত। এদিকে বৃহস্পতিবারও স্থগিত তালিকা সংশোধন এবং পর্যালোচনার তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যালোচনার প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়নি। এমপিও তালিকা প্রণয়নে যাদের

চাঁদাবাজি : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

চাঁদাবাজি : তালিকা তৈরিতে

(৩ পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে, সেসব কর্মকর্তারাই তালিকা পর্যালোচনা করছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এমপিও পর্যালোচনার কাজ চলছে। অন্যদিকে শিক্ষা উপদেষ্টার দফতরে বৃহস্পতিবার মন্ত্রী-এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়। তারা অভিযোগ এবং অগ্রাধিকারের তালিকা জমা দিয়েছেন। এমপিরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও নতুন করে তাদের অগ্রাধিকারের তালিকা প্রদান করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্য একটি সূত্র জানিয়েছে, স্থগিত তালিকা পর্যালোচনার পর নতুন যেসব প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তার একটি খসড়া প্রণয়নের কাজ চলছে। এটি চূড়ান্ত করার পরই প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে। সেটি শনিবারও দেয়া হতে পারে। এদিকে দেশের বিভিন্ন জেলায় এমপিওবঞ্চিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা মানববন্ধন, মিছিল ও সড়ক অবরোধ অব্যাহত রেখেছে। বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় এমপিওবঞ্চিত ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি পালন করে। তারা মিছিল করে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জমা দিয়েছেন। পটুয়াখালীতেও শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন।

এদিকে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রকাশিত তালিকা থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় কোন প্রতিষ্ঠান বাদ দেয়া হলে শিক্ষক-কর্মচারীরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। রাজনৈতিক বিবেচনায় কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়া হলে তা হবে দুর্ভাগ্যজনক।

কাল এসএসসির ফল

শনিবার ২০১০ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে। এবারের ফলাফলে পাসের হার বাড়বে বলে জানিয়েছেন আন্তঃবোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুন। তিনি জানান, শিক্ষার্থীরা এবার ভালো ফল করেছে। দুটি বিষয়ে (বাংলা ও ইসলাম ধর্ম শিক্ষা) সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রবর্তনের পরও অন্তর্ভুক্তিতে তেমন কোন সমস্যা হয়নি। জানা গেছে, এবারের ফলাফলে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। তাতে ৪টি বিশেষ মানদণ্ড বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং সব বোর্ডের চেয়ারম্যানরা ২০১০ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল তালিকা তুলে দেবেন। এরপর শিক্ষামন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে এসে সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রকাশ করবেন। বেলা ১টায় দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ফলাফল দেয়া হবে। ফলাফলের জন্য ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে— WWW.educationboadresults.gov.bd।